অনুশীলন বই

বাংলা

চতুর্থ শ্রেণি

অনুশীলন বই

বাংলা

চতুর্থ শ্রেণি

আমার ছবি

আমার পরিচয়

আমার নাম	:	....
শ্রেণি	:	....
রোল নম্বর	:	....
শাখা	:	....
দল	:	....

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
কর্তৃক প্রকাশিত ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২২

সার্বিক পরিকল্পনা
বাংলাদেশ কোভিড–১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স প্রজেক্ট
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহায়তায়
বিশ্বব্যাংক, জিপিই, ইউনিসেফ বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
এক্সপ্রেশনস লিমিটেড

মুদ্রণে
ইন্টারগ্রাফিক লিমিটেড

অনুশীলন বই ব্যবহারের নির্দেশনা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করেই এই অনুশীলন বইটি তৈরি করা হয়েছে। এই অনুশীলন বইয়ে ৮টি বিষয়বস্তু আছে। এই বিষয়বস্তু বা পাঠগুলো চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যবই থেকেই নেওয়া হয়েছে। পাঠগুলোকে কখনো কখনো সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। সহজ শব্দে বিষয়বস্তুকে সাজানো হয়েছে। শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনের সুযোগও রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ে দেওয়া ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের সহায়ক কাজের মতো করে অনুশীলন কাজ রাখা হয়েছে। যেমন – পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য তৈরি করে লেখা ও পড়া, শব্দের সাথে অর্থের মিল করা, প্রশ্নের উত্তর লেখা ও পড়া, অনুচ্ছেদ লেখা, এককথায় প্রকাশ, শব্দ ও বাক্যের খেলা, সংলাপধর্মী সহজ পাঠ পড়া এবং সূত্র ধরে রচনা লেখা। এর উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষার্থীরা যেন আনন্দ নিয়ে শিখতে পারে এবং শিক্ষার্থীর ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এই অনুশীলন বইটি ব্যবহারের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকগণের সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করবেন –

- অনুশীলন বইটি শিক্ষার্থীকে দেওয়ার আগে অভিভাবকগণকে অবহিত করবেন;
- শ্রেণিতে যে বিষয়বস্তু (গল্প, কবিতা ইত্যাদি) পড়ানো হচ্ছে তার সাথে মিল রেখে অনুশীলন বইয়ে দেওয়া বিষয়বস্তুর ওপর কাজ শিক্ষার্থীদের নির্ধারণ করে দিবেন;
- অনুশীলন বইটি শিক্ষার্থীকে দিয়ে কোন দিনে, কোন সময়, কাজের কতটুকু অংশ করাতে হবে তা বুঝিয়ে দিবেন। প্রয়োজনে অভিভাবকগণকে এ বিষয়টি জানানোর জন্য শিক্ষার্থীকে বলে দিবেন;
- শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট কাজটি করতে উৎসাহ প্রদান করবেন;
- বাড়িতে কাজটি করার বিষয়ে অভিভাবকগণের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করবেন;
- শিক্ষক সময়মতো শিক্ষার্থীর নিকট থেকে তার কাজটি দেখে যাচাই করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। দরকার হলে পুনরায় কাজটি করার জন্য উৎসাহ দিবেন;
- কাজটি করার পর শিক্ষার্থীকে ওই কাজ অভিভাবকগণকে দেখাতে নির্দেশনা দিবেন;
- যদি কোনো শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি বেশি পরিলক্ষিত হয় এবং বর্তমান শ্রেণি শিখন শেখানো কাজে সাবলীলভাবে অংশগ্রহণে তার জন্য অসুবিধা হয়, তাহলে শিক্ষক তাকে ঐ পাঠের সাথে মিল রেখে পূর্ববর্তী শ্রেণির অনুশীলন বইয়ের কাজগুলো করতে দিবেন;
- অনুশীলন বইয়ে প্রদত্ত কাজগুলো করার জন্য পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন;
- প্রয়োজনে নিজের বাড়িতে বা বাড়ির পাশে উপরের শ্রেণিতে পড়ে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য নিয়ে কাজগুলো করার পরামর্শ দিবেন;
- শিক্ষার্থীকে কাজ শেষে অনুশীলন বইটি ব্যাগে রাখতে এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবেন;
- সর্বোপরি শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী যেন অনুশীলন বইটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারে সেই ব্যবস্থা করবেন।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	বাংলাদেশের প্রকৃতি	১
২.	বাংলার খোকা	৪
৩.	মহীয়সী রোকেয়া	৯
৪.	কাজলা দিদি	১৩
৫.	ঘুরে আসি সোনারগাঁ	২২
৬.	লিপির গল্প	২৬
৭.	মা	২৯
৮.	পাঠান মুলুকে	৩৬

বাংলাদেশের প্রকৃতি

১. ছবি দেখি। ছবি নিয়ে ভাবি। ছবির ডান পাশের ঘরে ঋতু নিয়ে বাক্য লিখি ও পড়ি।

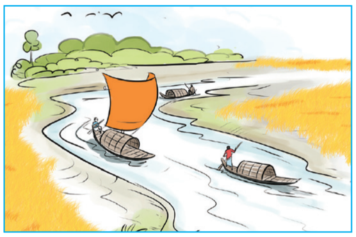

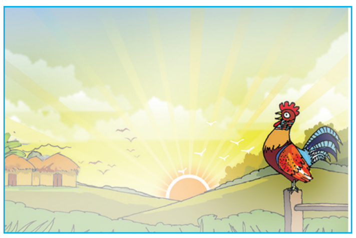

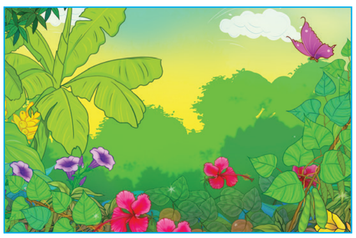

২. বাক্যটি পড়ি ও কয়েকবার লিখি।

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে।

৩. বাক্যটি পড়ি ও কয়েকবার লিখি।

ভোর বেলায় একটু একটু শীত লাগে।

বাংলার খোকা

মমতাজউদদীন আহমদ

পড়ি।

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। দিনটি ছিল বুধবার। গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া। সেই গ্রামের শেখ পরিবারে জন্ম হলো একটি শিশুর। বাবা শেখ লুৎফর রহমান আদর করে শিশুর নাম রাখলেন খোকা। খোকা খুব আদরের নাম। বাংলার প্রায় সব ঘরেই প্রথম পুত্রসন্তানের নাম রাখা হয় খোকা।

দিনে দিনে বড় হয় খোকা। পায়ে হেঁটে স্কুলে যায়। দুচোখ মেলে দেখে বাংলার মাঠ–ঘাট, পথ–প্রান্তর, সোনালি ধানের খেত। চোখ জুড়িয়ে যায় তার। যত বড় হয় খোকা, তত তার বন্ধুর সংখ্যা বাড়ে। গাঁয়ের অনেক ছেলের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিবিড় হয়। প্রায়ই সে বন্ধুদের বাড়ি নিয়ে আসে। বলে, মা, ওদের খেতে দাও। মা আনন্দের সঙ্গে ছেলের বন্ধুদের খেতে দেন। মা হাসিমুখে ছেলের আবদার পূরণ করেন।

বর্ষাকালে স্কুলে যেতে বাবা খোকাকে ছাতা কিনে দিলেন। খোকা ছাতা নিয়ে স্কুলে যায়। একদিন ছাতা ছাড়া ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরল খোকা।

মা জিজ্ঞেস করলেন, "তোর ছাতা কই বাবা? এমন ভিজেছিস কেন?" খোকা হাসিমুখে বলল, "মাগো, আমার এক গরিব বন্ধুর ছাতা নেই। আমার ছাতাটা ওকে দিয়েছি।" মা ছেলের এমন উদারতায় খুশি হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেন। বললেন, "ভালোই করেছিস বাবা! তোর বাবাকে বলব তোকে আর একটা ছাতা কিনে দিতে।"

মা ছেলের কপালে চুমু খেলেন। শীতের সময় খোকাকে একটা চাদর কিনে দিলেন বাবা। একদিন দেখা গেল চাদর ছাড়াই বাড়ি ফিরে এলো খোকা। মা বললেন, "তোর চাদর কই বাবা?"

খোকা বুক ফুলিয়ে বলে,"মাগো,পথের ধারে গাছের নিচে এক বৃদ্ধ মহিলা শীতে খুব কাঁপছিল। আমি তার গায়ে চাদরটি জড়িয়ে দিয়ে এসেছি।" মা অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, গরিব মানুষের জন্য ছেলেটির এত দরদ! ও নিশ্চয় বড় হয়ে মানুষের জন্য অনেক কিছু করবে।

খোকার বন্ধু জেলের ছেলে গোপাল করুণ সুরে বাঁশি বাজায়। খোকা বন্ধুকে বলে, "তোর বাঁশির সুরে আনন্দ নেই কেন রে গোপাল?" গোপাল হতাশ হয়ে বলে,"আমার চারদিকে মানুষের জীবনে আনন্দ নেই রে খোকা।" খোকা নিশ্চুপ থেকে ভাবে, তাই তো। আমার চারদিকে এমন অবস্থাই তো দেখছি। এই অবস্থা বদলাতে হবে।

দেশের নানা কথা ভাবতে ভাবতে বড় হয় খোকা। স্কুল পার হয়ে কলেজে ঢোকে। বাংলার মানুষের কথা, দেশের কথা তাঁকে নিয়ত ভাবায়। তিনি পার হন কলেজের চৌকাঠ। আরও বড় হন তিনি। যুক্ত হন রাজনীতির সঙ্গে। গরিব মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য আন্দোলন করেন। দেশের মুক্তির জন্য ১৯৭১ সালে ডাক দেন স্বাধীনতার।

এই খোকা আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই আমাদের জাতির পিতা।

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই।

শব্দ	অর্থ
পথ–প্রান্তর	পথের পাশ
নিবিড়	ঘন
সোনালি	সোনার মতো রঙের
আবদার	বায়না
উদারতা	সরলতা

২. শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে লিখি ও পড়ি।

পথ–প্রান্তর –

নিবিড় –

সোনালি –

আবদার –

উদারতা –

৩. বাম পাশের ছকে বিপরীত শব্দ দাগ টেনে মিল করি এবং ডান পাশে শব্দের পাশে লিখি।

সহজ	শুকনা
বন্ধু	উপরে
ভেজা	সুখ
গরিব	শত্রু
নিচে	ধনী
দুঃখ	কঠিন

শব্দ	বিপরীত
সহজ	–
বন্ধু	–
ভেজা	–
গরিব	–
নিচে	–
দুঃখ	–

৪. শব্দ দিয়ে বাক্য লিখি ও পড়ি।

শব্দ	বাক্য

আদর – ______________________

সোনালি – ______________________

কপাল – ______________________

চাদর – ______________________

গরিব – ______________________

আনন্দ – ______________________

রাজনীতি – ______________________

পিতা – ______________________

৫. প্রশ্নের উত্তর লিখি ও পড়ি।

ক) কোথায় এবং কত সালে খোকার জন্ম হয়?

উত্তর : ______________________

খ) বন্ধুদের বাসায় এনে খোকা মায়ের কাছে কী আবদার করত?

উত্তর : ______________________

গ) বৃদ্ধ মহিলা কোথায় শীতে কাঁপছিল?

উত্তর : ______________________________

ঘ) খোকা তাকে কীভাবে সাহায্য করে?

উত্তর : ______________________________

ঙ) খোকা ভিজে ভিজে বাড়ি ফেরে কেন?

উত্তর : ______________________________

চ) কে স্বাধীনতার ডাক দেন?

উত্তর : ______________________________

৬. গরিব মানুষের জন্য আমরা কী করতে পারি তা লিখি।

মহীয়সী রোকেয়া

পড়ি।

বাবা ছিলেন জমিদার। যদিও সেই সময়ে জমিদারি পড়তির দিকে। এক ফুটফুটে মেয়ে জন্ম নিল সেই ঘরে। সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে। পাখিরা উড়ে বেড়ায়। যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু মেয়েটির কোনো খানে, কারো সামনে যাওয়া নিষেধ। এই মেয়েটিই হলেন বেগম রোকেয়া।

ওই সময়ে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া নিষেধ ছিল। সবাই বলতো লেখাপড়া করে লাভ কী? রোকেয়া দমবার পাত্রী নন। তিনি ঘরে বসেই কুরআন পড়া শিখলেন, উর্দুও শিখলেন। কিন্তু বাংলা শেখার জন্য তিনি ছটফট করতে লাগলেন। রাত গভীর হলে তার বড় বোন ও বড় ভাইয়ের কাছে পড়ালেখা শিখতেন। এভাবেই চলতে থাকে বেগম রোকেয়ার বাংলা শেখা।

রোকেয়ার বিয়ে হলো। স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন। শ্বশুরবাড়িতে উর্দুতে কথা বলার চল থাকলেও বাংলায় কথা বলার জন্য তার মন ছটফট করতে লাগল। কিন্তু বিয়ের দশ বছর পর স্বামী

মারা গেলেন। শুরু হলো আরেক জীবন। স্বামীর রেখে যাওয়া টাকা দিয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। মেয়েদের স্কুল।

তিনিই প্রথম মেয়েদের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করেছেন। মেয়েদের অধিকারের লড়াই নিয়ে লিখেছেন অনেক বই। তিনিই নারী জাগরণের অগ্রদূত।

১. বাম পাশের ছকে বিপরীত শব্দ দাগ টেনে মিল করি এবং ডান পাশে শব্দের পাশে লিখি।

পড়তি	খুব ইচ্ছা	প্রতিষ্ঠা	–
দমবার	রীতি	দমবার	–
ছটফট	তৈরি	ছটফট	–
চল	পথ দেখানো ব্যক্তি	চল	–
অগ্রদূত	অবনতির দিকে	অগ্রদূত	–
প্রতিষ্ঠা	থেমে যাওয়ার	পড়তি	–

২. শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে লিখি ও পড়ি।

পড়তি – ____________________

দমবার – ____________________

ছটফট – ____________________

চল – ____________________

অগ্রদূত – ____________________

প্রতিষ্ঠা – ____________________

৩. এককথায় প্রকাশ করি।

'মহীয়সী' শব্দটি অনেকগুলো শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। 'মহীয়সী' শব্দটির অর্থ হচ্ছে মহান যে নারী।' এ রকম আরও কিছু শব্দ শিখি।

শব্দ	অর্থ
অনেকের মধ্যে	অন্যতম।
জানার ইচ্ছা	জিজ্ঞাসা।
আকাশে যে চরে	খেচর।
বিদ্যা আছে যার	বিদ্বান।
ভাতের অভাব যার	হাভাতে।

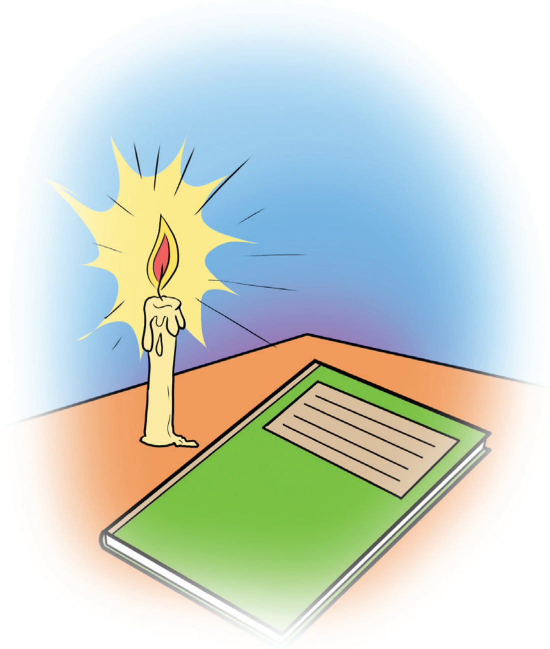

৪. যুক্তবর্ণগুলো দেখি ও দুইটি করে নতুন শব্দ লিখি।

জন্ম	ন্ম	→	ন	ম	নিম্ন	
স্বামী	স্ব	→	স	ব		
কষ্ট	ষ্ট	→	ষ	ট		
রক্ষা	ক্ষ	→	ক	ষ		
অগ্রদূত	গ্র	→	গ	্র		

৫. নিচের শব্দ দিয়ে বাক্য লিখি ও পড়ি।

নিম্ন – ______

নষ্ট – ______

দিদি – ______

স্বাধীন – ______

প্রভাত – ______

৬. গল্প পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করে লিখি ও পড়ি।

ক) বেগম রোকেয়ার স্বামীর নাম কী?

উত্তর : ______

খ) বেগম রোকেয়া কেন স্কুলে লেখাপড়া করতে পারেন নি?

উত্তর : ______

গ) তিনি কীভাবে পড়ালেখা শুরু করেছিলেন?

উত্তর : ______

ঘ) তিনি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন কেন?

উত্তর : ______

কাজলা দিদি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

পড়ি।

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
মাগো, আমার শোলক–বলা কাজলা দিদি কই?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে,
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই?
সেদিন হতে দিদিকে আর কেনই–বা না ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো?

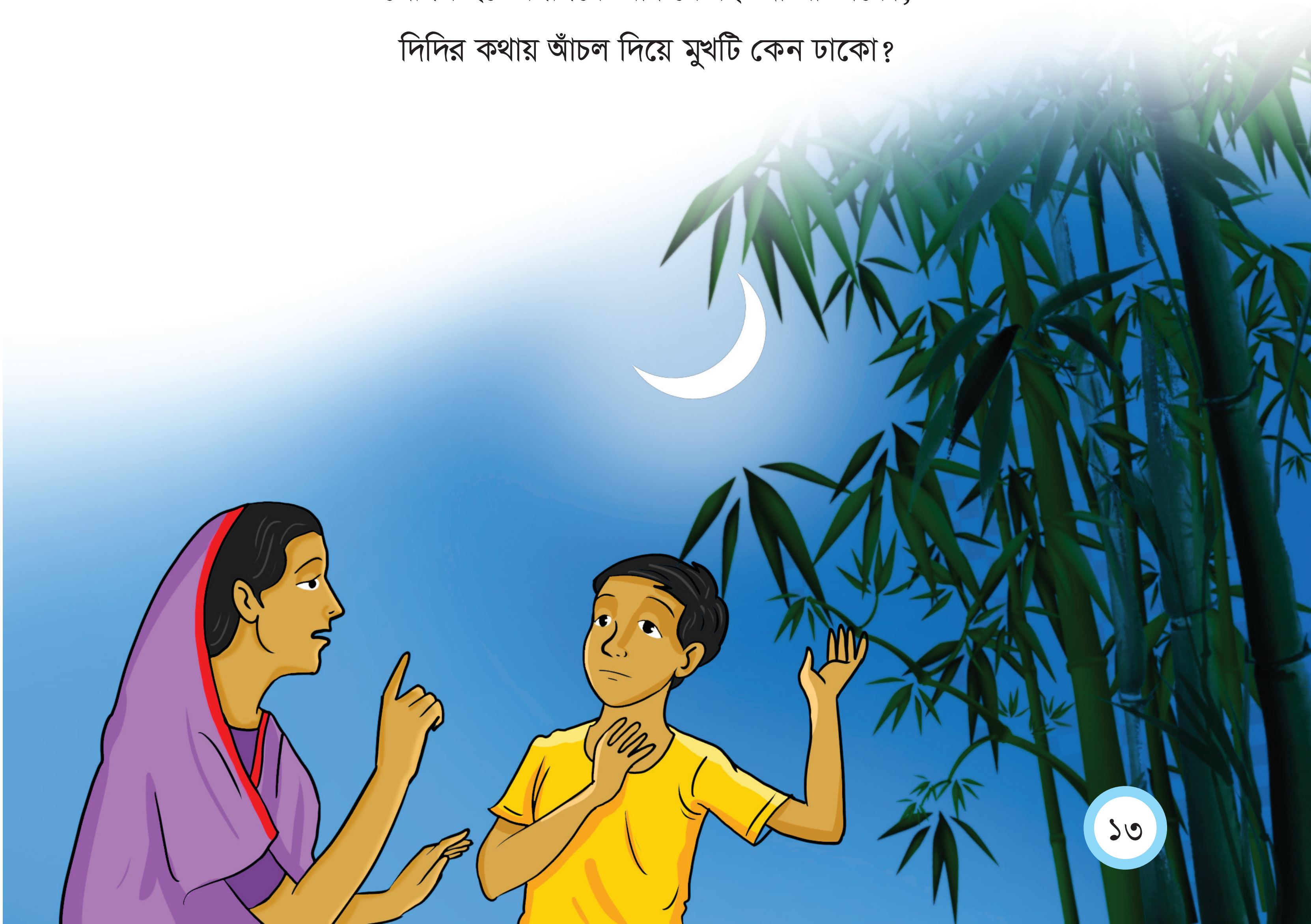

খাবার খেতে আমি যখন দিদি বলে ডাকি, তখন
ও–ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো,
আমি ডাকি, – তুমি কেন চুপটি করে থাকো?
বল মা, দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল–বিয়ে হবে!
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকোই গিয়ে –
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে?
আমিও নাই দিদিও নাই কেমন মজা হবে!

ভুঁইচাঁপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল;
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
দিস না তারে উড়িয়ে মা গো, ছিঁড়তে গিয়ে ফল;
দিদি এসে শুনবে যখন, বলবে কী মা বল!

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
এমন সময়, মাগো, আমার কাজলা দিদি কই?
বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে ঝিঁঝি ডাকে ঝোঁপে–ঝাড়ে;
নেবুর গন্ধে ঘুম আসে না– তাইতো জেগে রই;
রাত হলো যে, মাগো, আমার কাজলা দিদি কই?

১. শব্দ করে পড়ি।

ছোট বোনটির সারাক্ষণের সাথি ছিল কাজলা দিদি। দিদি চিরদিনের জন্য তাদের ছেড়ে চলে গেছে। এই চলে যাওয়া সে বোঝে না, জানেও না। সবসময় সে তার প্রিয় দিদির জন্য অপেক্ষায় থাকে। কখন দিদি ফিরে আসবে। দিদি কোথায় গেছে, কেন আসে না তা তার মায়ের কাছে জানতে চায়। মা উত্তর দিতে পারেন না। মা মুখ লুকিয়ে কাঁদেন।

২. শব্দগুলো দিয়ে নতুন বাক্য লিখি।

শোলক – ______________________

জোনাই – ______________________

দিদি – ______________________

নেবু – ______________________

ভুঁইচাঁপা – ______________________

মাড়াস – ______________________

গন্ধ – ______________________

৩. প্রশ্নের উত্তর লিখি ও পড়ি।

ক) চাঁদ কোথায় উঠেছে?

উত্তর : ______________________

খ) দিদিকে তার পছন্দ কেন?

উত্তর : ______________________

গ) দিদি ফিরে আসে না কেন?

উত্তর : ___

৪. কবিতার চরণ দেওয়া আছে। পরবর্তী চরণ লিখি।

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই

___

বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে ঝিঁঝিঁ ডাকে ঝোঁপে–ঝাড়ে;

___

তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে?;

___

৫. বিরামচিহ্নগুলো চিনে নিই।

বিরামচিহ্নের নাম	চিহ্নের আকৃতি
কমা	,
দাঁড়ি	।
জিজ্ঞাসা–চিহ্ন	?

বাক্যের অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা শেষে আমরা বিরামচিহ্ন ব্যবহার করি। নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যও এই চিহ্নের জায়গায় আমরা থামি।

প্রশ্নচিহ্ন বাক্য কিছু জানার ভাব বা জানার ইচ্ছা বোঝায়। এগুলোকে বলে প্রশ্নবাক্য। এ ধরনের বাক্যের শেষে প্রশ্ন (?) চিহ্ন বসে।

এবার নিচে কবিতার চরণ পড়ি এবং ঠিক জায়গায় বিরামচিহ্ন বসাই :

মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল;
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে
দিস না তারে উড়িয়ে মা গো ছিঁড়তে গিয়ে ফল;
দিদি এসে শুনবে যখন বলবে কী মা বল!
বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
এমন সময় মাগো আমার কাজলা দিদি কই

৬. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
দিন	রাত
ঘুম	জাগরণ
ঢাকা	খোলা
নতুন	পুরানো
জ্বলা	নেভা

বিপরীত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখি ও পড়ি।

রাত – ______________________

জাগরণ – ______________________

খোলা – ______________________

পুরানো – ______________________

নেভা – ______________________

৭. ইচ্ছেমতো ছবি আঁকি ও ছবি সম্পর্কে আমার ভাবনা লিখি।

মূল্যায়ন পর্ব–১

নাম :______________ শ্রেণি :__________ রোল নং :________ শাখা :__________

১।. শব্দগুলোর অর্থ লিখি।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
পথ–প্রান্তর		উদারতা	
অগ্রদূত		জোনাই	
প্রতিষ্ঠা		ছটফট	

২. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

মাড়াস নে –

ভুঁইচাঁপা –

আবদার –

অন্যতম –

রাজনীতি –

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ক) কোথায় এবং কত সালে খোকার জন্ম হয়?

উত্তর :

খ) খোকা ভিজে বাড়ি ফিরে কেন?

উত্তর :

গ) কে স্বাধীনতার ডাক দেন?

উত্তর :

ঘ) বেগম রোকেয়া কীভাবে পড়ালেখা শুরু করেছিলেন?

উত্তর :

ঙ) দিদি ফিরে আসে না কেন?

উত্তর :

৪. বিপরীত শব্দ লিখি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ লিখি
জাগরণ	
পুরানো	
জ্বলা	
বন্ধু	
স্বাধীনতা	

৫. বাক্যগুলো পড়ি। ঠিক জায়গায় বিরামচিহ্ন বসাই।

ক) মা ছেলের কপালে চুমু খেলেন

খ) এই খোকা আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গ) আমার কাজলা দিদি কই

ঘ) তুমি কোথায় যেতে চাও

৬. 'কাজলা দিদি' কবিতার প্রথম ৮ লাইন লিখি।

ঘুরে আসি সোনারগাঁও

পড়ি।

শীতের সকাল। ঘুরতে যাব সোনারগাঁও। তাই সকাল সকাল সবাই স্কুলে চলে এসেছি। সবার মনে উল্লাস। স্যারের নির্দেশে সবাই বাসে উঠে পড়েছি। একসময় বাস এসে থামল সোনারগাঁওয়ে। মনটা খুশিতে ভরে উঠল। প্রথমেই চোখে পড়ল একটা প্রাচীন মসজিদ। এটা হলো গোয়ালদি মসজিদ।

সোনারগাঁওয়ের আগের নাম সুবর্ণগ্রাম। এটি ছিল দক্ষিণ–পূর্ব বাংলার রাজধানী। এর শাসক ছিলেন ঈশা খাঁ। সোনারগাঁওয়ের আরেকটি শহর হলো পানাম নগর।

একটি রাস্তা। দুই পাশ দিয়ে সারি সারি দালান। দালানগুলো খুব উঁচু নয়। স্যার বললেন যে এর বয়স একশো বছরেরও বেশি। ভাবতে অবাক লাগে।

আগে সোনারগাঁওয়ে মসলিন কাপড় তৈরি হতো। এই মসলিন কাপড়ের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল। কিন্তু ইংরেজরা এদেশে আসার পর থেকে এই কাপড়ের খ্যাতি কমে যায়। তারা বিলেত থেকে কাপড় আনা শুরু করে। এভাবেই বন্ধ হয় এখানকার ব্যবসা–বাণিজ্য।

প্রথমেই ঢুকে পড়লাম লোকশিল্প জাদুঘরে। এটা আগে ছিল সর্দারবাড়ি। দারুণ কারুকাজ করা এর প্রবেশ পথ। সাজানো আছে কাঠের তৈরি হরেক রকম জিনিস। মাটির তৈরি নানা জিনিস রাখা আছে। আছে জামদানি শাড়ি আর নকশিকাঁথা। সব জিনিসই আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে।

সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শিল্পী জয়নুল আবেদিন।

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। ফিরে যাবার পালা। এই স্মৃতি মনে থাকবে অনেক দিন।

১. নিচের দেওয়া শব্দ খালি ঘরে বসিয়ে বাক্য লিখি ও পড়ি।

উল্লাস	প্রাচীন	অবাক	ঐতিহ্য	খ্যাতি

ক) মসলিন শাড়ি হলো বাংলাদেশের ______________ ।

খ) খেলায় আমাদের দল জিতে যাওয়ায় আমরা ______________ করছি।

গ) বাংলাদেশের ______________ নাম পূর্ববঙ্গ।

ঘ) গল্প শুনে আমরা সবাই ______________ হয়েছি।

২. প্রশ্নের উত্তর লিখি ও পড়ি।

ক) সোনারগাঁও কিসের জন্য বিখ্যাত?

উত্তর : ______________

খ) লোকশিল্প জাদুঘরে কী কী জিনিস রাখা আছে?

উত্তর : ______________

গ) সোনারগাঁওয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য কীভাবে বন্ধ হয়ে গেল?

উত্তর : ______________

৩. বাম পাশের শব্দের সাথে মিল আছে এমন শব্দ ডান পাশের ঘর থেকে খুঁজে নিয়ে পাশাপাশি লিখি ও পড়ি।

বাড়ি	–	বহর
বন্ধ	–	গাড়ি
মাথা	–	জামদানি
শহর	–	গন্ধ
আমদানি	–	কাঁথা

বাড়ি	–	গাড়ি
	–	
	–	
	–	
	–	

৪. দাগ টেনে মিল করি ও সাজিয়ে লিখি।

সমৃদ্ধ এলাকা	পানাম নগর
প্রাচীন মসজিদ	সুবর্ণগ্রাম
মসলিন কাপড়	লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা
জয়নুল আবেদিন	সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা
ঈশা খাঁ	জগৎ জোড়া খ্যাতি
সোনারগাঁও	গোয়ালদি

সোনারগাঁও	পানাম নগর

৪. ফাঁকা ঘরে শব্দ লিখি।

আমার নাম ____।

আমার গ্রামের নাম ____________________________________।

আমি ___________________________ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ি।

আমি _______________ শ্রেণিতে পড়ি। আমার পড়তে খুব ভালো লাগে।

আমি বড় হয়ে ______________________________________ হতে চাই।

লিপির গল্প

লেখা অংশটুকু পড়ি।

লিপির গল্পে লিপি কারো নাম নয়। এখানে লিপি মানে লেখা। ছয়–সাত হাজার বছর আগে পৃথিবীতে কেউই লিখতে ও পড়তে পারত না। কারণ তখন কোনো বর্ণ বা অক্ষর ছিল না। সে কারণে তখন কোনো চিঠিপত্র ছিল না। বই ছিল না। কালি–কলমও ছিল না। সে সময় বাবা–মা মুখে মুখে গল্প বানিয়ে বলতেন আর ছেলে–মেয়েদের ঘুম পাড়াতেন। বড় হয়ে তারা আবার ছোটদের গল্প শোনাতেন। এভাবেই তৈরি হতো নতুন নতুন গল্প। যে গল্প বলা হতো না বা শোনা হতো না সেগুলো হারিয়ে যেত।

এভাবেই চিন্তা এলো কীভাবে হারিয়ে যাওয়া গল্পকে ফিরে পাওয়া যায়। তাই হারিয়ে যাওয়া গল্পকে বা কথাকে রেখা দিয়ে বন্দি করার ফন্দি হলো লিপি। সেই থেকেই মানুষের সভ্যতার পথে নতুন যাত্রা শুরু হলো। সৃষ্টি হলো বর্ণ বা হরফ বা অক্ষর তৈরির ইচ্ছা।

কে বা কারা বর্ণ অর্থাৎ লেখার কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন তা কিন্তু আমাদের জানা নেই। তবে আধুনিককালে যাঁরা এ ধরনের কাজ করেছেন তাঁদের কারো কারো নাম জানা যায়। কিন্তু বাংলা লিপি বা বর্ণ বঙ্গালিপি থেকে এসেছে তা জানা যায়।

বিভিন্ন ভাষার লিপি বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টি হলেও পৃথিবী থেকে অনেক ভাষা ও লিপি কিন্তু হারিয়ে গেছে। তবে ভাষাবিজ্ঞানীরা বসে নেই। তাঁরাও চেষ্টা করছেন এগুলো উদ্ধারের জন্য। বড় হয়ে আমরা এ বিষয়ে আরও জানতে পারব।

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই।

শব্দ	অর্থ
ভাবা	চিন্তা করা
বন্দি	বেঁধে ফেলা
ফন্দি	কৌশল
উদ্ধার	খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা

২. শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ভাবা বন্দি ফন্দি উদ্ধার

ক) পাখিটাকে খাঁচায় ________________ করে রাখা ঠিক না।

খ) কীভাবে খেলায় জেতা যায় তা ________________ করে বের করতে হবে।

গ) বিষয়টি নিয়ে ________________ দরকার।

ঘ) ডুবুরিরা ডুবে যাওয়া লঞ্চকে ________________ করল।

৩. নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লিখি এবং বিপরীত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখি ও পড়ি।

আগে	–	পরে	তুমি আগে খাও আমি পরে খাব।
বড়	–		
নতুন	–		
জানা	–		
ইচ্ছা	–		

৪. যুক্তবর্ণগুলো দেখি।

গল্প	ল্প	→	ল	প
বিজ্ঞান	জ্ঞ	→	জ	ঞ
বঙ্গা	ঙ্গা	→	ঙ	গ
উদ্ধার	দ্ধ	→	দ	ধ

৫. যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও বাক্য লিখি।

শিল্প –

জ্ঞান –

ভঙ্গা –

বন্ধন –

৬. প্রশ্নের উত্তর লিখি ও পড়ি।

ক) লিপি বলতে কী বুঝি?

উত্তর :

খ) লিপি তৈরির চিন্তা এলো কীভাবে?

উত্তর :

গ) কখন থেকে মানুষের সভ্যতার পথে নতুন যাত্রা শুরু হলো?

উত্তর :

মা

কাজী নজরুল ইসলাম

পড়ি।

যেখানেতে দেখি যাহা
মা–এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সে তো
আর কোনোখানে কেহ পাইবে না ভাই।

হেরিলে মায়ের মুখ,
দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
মায়ের শীতল কোলে
সকল যাতনা ভোলে
কতো না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।

যখন জনম নিনু
কতো অসহায় ছিনু,
কাঁদা ছাড়া নাহি জানিতাম কোনো কিছু,
ওঠা বসা দূরে থাক–
মুখে নাহি ছিল বাক,
চাহনি ফিরিত শুধু মা–র পিছু পিছু!

পাঠশালা হতে যবে
ঘরে ফিরি যাব সবে,
কতো না আদরে কোলে তুলি নেবে মাতা,
খাবার ধরিয়া মুখে
শুধাবেন কতো সুখে
‘কতো আজ লেখা হলো, পড়া কতো পাতা’?
পড়া লেখা ভালো হলে
দেখেছ সে কতো ছলে
ঘরে ঘরে মা আমার কতো নাম করে!
বলে, মোর খোকামণি ।
হীরা–মানিকের খনি,
এমনটি নাই কারো! শুনে বুক ভরে!
দিবানিশি ভাবনা
কিসে ক্লেশ পাব না,
কিসে সে মানুষ হব, বড় হব কিসে।
বুক ভরে ওঠে মা–র
ছেলেরি গরবে তাঁর
সব দুখ সুখ হয় মায়ের আশিসে।

(সংক্ষেপিত)

১. জেনে নিই।

আমাদের জীবনে 'মা' কথাটি একটি মধুমাখা নাম। মায়ের মমতা আমাদের চলার পথের পাথেয়। শৈশবে মা আমাদের গভীর মমতায় লালন করেন। ভালোভাবে লেখাপড়া করলে, জীবনে সফল হলে মা খুশি হন। অন্যদিকে মায়ের আশিস পেলে সন্তানের সব দুঃখ ঘুচে যায়।

২. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই।

শব্দ	অর্থ
হেরিলে	দেখিলে
পরান	প্রাণ
যাতনা	কষ্ট
নিনু	নিলাম
শুধাবেন	জানতে চাইবেন
ছিনু	ছিলাম
সুধা	অমৃত
বাক	কথা বা শব্দ
মতন	একই রকম
সোহাগ	আদর

৩. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

হেরিলে –

সোহাগ –

যাতনা –

সুধা –

মতন –

৪. কবিতার চরণ দেওয়া আছে, পরবর্তী চরণ লিখি।

হেরিলে মায়ের মুখ,

মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,

সকল যাতনা ভোলে

৫. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য লিখি
দিবা	রাত্র	রাত্রে শিশির পড়ে।
শীতল	গরম	
ঘরে		
দূরে		
জনম		

৬. একই অর্থ বোঝায় এ রকম কয়েকটি শব্দ শিখি।

শব্দ	অর্থ
নিশি	রাত্র
শীতল	ঠাণ্ডা
যাতনা	কষ্ট
দিবা	দিন

৭. কবিতার অংশটি পড়ি।

দিবানিশি ভাবনা
কিসে ক্লেশ পাব না,
কিসে সে মানুষ হব, বড় হব কিসে;
বুক ভরে ওঠে মা'র
ছেলেরি গরবে তাঁর
সব দুখ সুখ হয় মায়ের আশিসে।

মূলভাব লিখি :

৮. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ক) কে সন্তানের জন্য দিবানিশি ভাবেন?

উত্তর : ____________________

খ) মা সন্তানের জন্য এতো ভাবেন কেন? ৩টি বাক্যে লিখি।

উত্তর : ____________________

গ) মা আমাকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেন, তা লিখি।

উত্তর : ____________________

ঘ) মায়ের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আমি কী কী করি তা লিখি।

উত্তর : ____________________

৯. আমার মা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি।

পাঠান মুলুকে

সৈয়দ মুজতবা আলী

সর্দারজি চুল বাঁধতে, দাড়ি সাজাতে আর পাগড়ি পাকাতে আরম্ভ করলেন। তখনই বুঝতে পারলুম যে পেশোয়ার পৌঁছতে আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি। গরমে, ধুলো, কয়লার গুঁড়োয়, কাবাব রুটিতে আর স্নানাভাবে আমার গায়ে একরত্তি শক্তি নেই। বিছানা গুটিয়ে হোল্ডল বন্ধ করতেও পারছিলাম না। কিন্তু পাঠানের সঙ্গে ভ্রমণ করাতে সুখ আছে। আমাদের কাছে যেটা কঠিন বলে বোধ হয় পাঠান সেটা গায়ে পড়ে করে দেয়।

ইতোমধ্যে গল্পে গল্পে জেনে গেছি পাঠান মুলুকের প্রবাদ। দিনের বেলা পেশোয়ার ইংরেজের, রাত্রে পাঠানের। গাড়ি পেশোয়ার পৌঁছবে রাত নয়টায়। তখন যে কার রাজত্বে পৌঁছব তাই নিয়ে মনে মনে নানা ভাবনা ভাবছি, এমন সময় দেখি গাড়ি এসে পেশোয়ারেই দাঁড়াল। বাইরে ঠা-ঠা আলো, নয়টা বাজল কী করে, আর পেশোয়ার পৌছুলাম বা কী করে? এখন চেয়ে দেখি সত্যি নয়টা বেজেছে।

প্ল্যাটফরমে বেশি ভিড় নেই। জিনিসপত্র নামাবার ফাঁকে লক্ষ করলুম ছয় ফুটি পাঠানের চেয়েও একমাথা উঁচু এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি এসে উত্তম উর্দুতে আমাকে বললেন, তাঁর নাম শেখ আহমদ আলী। আমি নিজের নাম বলে একহাত এগিয়ে দিলাম। তিনি তাঁর দুহাতে সেটি লুফে নিয়ে দিলেন এক চাপ পরম উৎসাহে, গরম সংবর্ধনায়। হঠাৎ আমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে খাস পাঠানি কায়দায় আলিঙ্গান করতে আরম্ভ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উর্দু-পশতুতে মিলিয়ে অনেক কথা বলছিলেন। তার অনুবাদ- "ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি তো?" আমি জি হাঁ, জি না করেই যাচ্ছি। আর ভাবছি গাড়িতে পাঠানদের কাছ থেকে তাদের আদবকায়দা কিছুটা শিখে নিলে ভালো করতাম। খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে তিনি আমাকে স্টেশনের বাইরে এনে একটা টাঙ্গায় বসালেন। আমি তখন শুধু ভাবছি ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না জানেন না। আমি বাঙালি, তিনি পাঠান। তবে যে এত সংবর্ধনা করছেন তার মানে কী? এর কতটা আন্তরিক, আর কতটা লৌকিকতা?

আজ বলতে পারি পাঠানের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক। অতিথিকে বাড়িতে ডেকে নেওয়ার মতো আনন্দ পাঠান অন্য কোনো জিনিসে পায় না। আর সে অতিথি যদি বিদেশি হয় তাহলে তো আর কথাই নেই।

টাঙ্গা তো চলছে পাঠানি কায়দায়। আমাদের দেশে সাধারণত লোকজন রাস্তা সাফ করে দেয়- গাড়ি সোজা চলে। পাঠান মুলুকে লোকজন যার যে রকম খুশি চলে। গাড়ি এঁকে-বেঁকে রাস্তা করে নেয়। ঘণ্টা বাজানো, চিৎকার বৃথা। খাস পাঠান কখনো কারো জন্যে রাস্তা ছেড়ে দেয় না। সে স্বাধীন, রাস্তা ছেড়ে দিতে হলে তার স্বাধীনতা রইল কোথায়? কিন্তু ওই স্বাধীনতার দাম দিতেও সে কসুর করে না। ধরা যাক, ঘোড়ার নালের চাট লেগে তার পায়ের এক খাবলা মাংস উড়ে গেল। এতে সে রেগে গালাগালি, মারামারি বা পুলিশে ডাকাডাকি করে না। পরম শ্রদ্ধায় ও বিরক্তি সহকারে ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করে, দেখতে পাস না? গাড়োয়ানও স্বাধীন পাঠান - ততোধিক অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলে, 'তোর চোখ নেই?' ব্যস্। যে যার পথে চলল।

১. নিচের অংশটি ভালো করে পড়ি।

পেশোয়ার পৌঁছতে আরো কিছু লাগবে। সারাদিন গোসল করা হয়নি। রাস্তার ধুলোয় গা ভরে গেছে। খিদেও লেগেছে খুব। কিন্তু যিনি গাড়ি চলাচ্ছেন তিনি একজন পাঠান। তাঁর কোনো কষ্ট নেই। বেশ হাসিমুখেই আছেন। ঠিক নয়টায় এসে পেশোয়ারে হাজির হলাম। জিনিসপত্র নামাচ্ছি। দেখলাম লম্বা একজন মানুষ আমার দিকে আসছেন। এসেই কোলাকুলি করলেন। তাঁর নাম শেখ আহমদ আলী। তারপর সবকিছু নিয়ে তিনি আমাকে স্টেশনের বাইরে নিয়ে এলেন। তাঁর ভাষা আলাদা। তাঁর সাথে আমার আগে কখনো দেখা হয়নি। অথচ তাঁর ব্যবহার কত ভালো। অতিথিকে আদর ও আপ্যায়ন করাতে পারার মধ্যেই তাদের সুখ।

২. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই।

শব্দ	অর্থ
একরত্তি	একটুকু
আলিঙ্গান	কোলাকুলি করা
টাঙ্গা	এক ধরনের গাড়ি
নির্জলা	খাঁটি
অফুরন্ত	যা ফুরিয়ে যায় না
স্নানাভাব	গোসল করার অভাব

৩. শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে লিখি ও পড়ি।

আলিঙ্গান –
টাঙ্গা –
নির্জলা –
অফুরন্ত –
স্নানাভাব

৪. বাম পাশের শব্দের বিপরীত শব্দ ডান দিক থেকে নিয়ে পাশাপাশি লিখি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
আরম্ভ	দেশি
বন্ধ	ভেতরে
কঠিন	সহজ
বাইরে	শেষ
বিদেশি	খোলা

শব্দ	বিপরীত শব্দ
আরম্ভ	
বন্ধ	
কঠিন	
বাইরে	
বিদেশি	

৫. প্রশ্নের উত্তর বলি, লিখি ও পড়ি

ক) যিনি গাড়ি চলাচ্ছেন তিনি কে?

উত্তর : ____________________

খ) কয়টার সময় পেশোয়ারে এসে গাড়ি থামল?

উত্তর : ____________________

গ) কে এসেছিলেন স্টেশনে?

উত্তর : ____________________

ঘ) পাঠানদের কিসে সুখ?

উত্তর : ____________________

৫. নিজে বেড়িয়ে এসেছি এমন ঘটনা নিয়ে কয়েকটি বাক্য লিখি ও পড়ি।

____

____

____

____

____

____

৬. নিচের বক্সের ভিতরের শব্দগুলো ব্যবহার করে একটি গল্প লিখি।

পরী	শিশু	বন্ধু	আকাশ	খেলা

৭. আমার বিদ্যালয় সম্পর্কে লিখি।

৮. আমার নিজের ভাষায় একটি গল্প লিখি।

অনুশীলন বই

বাংলা

চতুর্থ শ্রেণি

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ কোভিড–১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স (CSSR) প্রজেক্ট